# আল্ মসীহ্

(১ম পাঠ)

☞ ভূমিকা
☞ কুরবাণীর মেষ

# ভূমিকা

আহমেদ একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরী করেন। তবে তিনি তার কাজে খুব বেশী খুশী নন। কারণ অফিসের উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সাথে খাপ খাওয়াতে তার বেশ অসুবিধা হচ্ছে। আহমেদ কিছুতেই একজন দক্ষ ব্যক্তিরূপে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। যখনই তার অফিসে কোন জটিল প্রকল্প কাজের জন্য অনুমোদন পায় তখনই তার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা সমস্ত সুনাম নিজেই হস্তগত করে নেন।

আহমেদ এই কাজ ছেড়ে দেয়ার কথা কয়েকবার ভেবেছেন কিন্তু আরেকটা ভাল কাজ না পাওয়ার ভয়ে তিনি কাজটা ছাড়তে পারেননি। তাছাড়া অন্য কোম্পানীর চেয়ে তার কাজের বেতন এখানে বেশী পাচ্ছেন। টাকা রোজগার তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ তার স্ত্রী ও তিন সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য টাকা দরকার। আহমেদের সন্তানেরা তার গর্ব। বিশেষ করে বড় ছেলে হাসান। সে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।

একদিন তার অফিসে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যা তার কাজের ধারাকে অনেকটা ভালোর দিকে বদলে দিল। হামিদ নামে একজন নতুন ভদ্রলোক তার অফিসে এসে যোগ দিলেন। আহমেদের চাইতে হামিদ বয়সে কিছুটা ছোট হবে। কিন্তু তার চালচলন কথাবার্তা এবং সদা-উৎফুল্লভাব আহমেদকে মুগ্ধ করল। এতদিন পর আহমেদ তার কাজে একজন ভাল সহকর্মী বন্ধু খুঁজে পেলেন। আস্তে আস্তে হামিদের সাথে তার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ট হতে থাকে। তারা একসাথে দুপুরে খাবার খায় এবং বিকেলে দুজনে গল্প গুজব করেন। হামিদ বিবাহিত এবং মাবুদ খোদা তার পরিবারেও একটি ছেলে ও একটি মেয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আহমেদ এবং হামিদ পরস্পরের ভাল বন্ধু হয়ে উঠল এবং তারা একে অন্যের বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন। সময় যেন তড়িৎ গতিতে পার হতে লাগল। তারা একসাথে চায়ের টেবিলে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।

চায়ের টেবিলে তাদের প্রথম দিনের আলোচনা হল অফিসের কাজকর্মকে ঘিরে। তারপর সময় গড়ানোর সাথে সাথে তারা জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। আহমেদ এবং হামিদ দু'জনেই গভীর ভাবে ধর্মপরায়ণ কিন্তু তাদের দুজনের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি এক নয়। আহমেদ একজন মুসলমান এবং তার প্রিয় বন্ধু হামিদ খোদাবন্দ ঈসা মসীহের অনুসারী (Follower of Jesus Christ)। তিনি নিয়মিত ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করেন।

হামিদকে তিনি যতই দেখছেন এবং জানছেন ততই যেন তিনি মুগ্ধ হচ্ছেন, বিশেষ করে খোদার উপর তার ঈমান ও সম্পর্কের গভীরতা দেখে। আহমেদ বুঝতে পারলেন, খোদার সাথে তার এক গভীর সম্পর্ক আছে, যে অভিজ্ঞতা আহমেদ কখনও লাভ করেননি। বিষয়টি আহমেদকে বেশ কৌতূহলী করে তুলল। তিনি ভাবলেন, 'মাবুদ খোদার সাথে হামিদের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, তা হয়ত মসীহের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগের কারণেই হয়েছে।' আহমেদও কিন্তু মসীহকে বিশ্বাস করেন কিন্তু হামিদ যে ভাবে বিশ্বাস করেন ঠিক সেভাবে নয়। কোরআন শরীফে 'মরিয়ম তনয় ঈসা' সম্পর্কে যা লেখা আছে তার সব কিছুই আহমেদ বিশ্বাস করেন এবং মসীহের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তিনি জানেন যে কুমারী মরিয়মের গর্ভে মসীহের জন্ম হয়েছে, তিনি খোদার হুকুমে অনেক অলৌকিক (মোজেজাপূর্ণ) কাজ করেছেন এবং মাবুদ খোদা তাঁর উপর ইঞ্জিল কিতাব নাজিল করেছেন। এতকিছু জানার পরও আহমেদ অনুভব করলেন যে, মসীহের জীবন সম্পর্কে তিনি খুব অল্পই জানেন। কোরআন শরীফেও যাকে বিভিন্ন নামে ভূষিত করা হয়েছে সেই মহান নবী সম্পর্কে জানার আগ্রহ তার বেড়ে গেল।

অবশেষে একদিন আহমেদ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মসীহ্ সম্পর্কে তার কৌতূহল মিটানোর জন্য ঘনিষ্ট বন্ধু হামিদের সাহায্য নেবেন। তার এই 'সিদ্ধান্ত' অনেক আনন্দদায়ক আলোচনার জন্ম দিয়েছে যা পরবর্তী পাঁচটি পর্বে সমাপ্ত হয়েছে। আপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকায় এই কোর্সের সবগুলি পাঠ আপনার কাছে ধারাবাহিক ভাবে ডাকযোগে পাঠাব। আশা করি আপনি একে একে সব পাঠগুলি সমাপ্ত করতে সমর্থ হবেন।

সর্বশক্তিমান মাবুদ খোদা আপনাকে তাঁর রহমতের মধ্যে এগিয়ে আসতে সাহায্য করুন, আমিন!

# ১ম পাঠ
## কুরবাণীর মেষ

"বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা সম্পর্কে আমাকে বলুন"- আহমেদ বিনীত ভাবে জানতে চাইলেন। "আমি সত্যিই তাঁর সম্পর্কে আরো বেশী করে জানতে চাই।"

হামিদ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, "আপনি যদি জানতে চান কেন মসীহ্ এই জগতে এলেন? তাহলে আপনাকে কুরবাণীর অর্থ আগে ভাল করে বুঝতে হবে।"

"কুরবাণী? আপনি কি বলতে চাইছেন?" - আশ্চর্য হয়ে আহমেদ জানতে চাইলেন।

হামিদ বলতে লাগলেন, " কুরবাণীর অর্থ কি তা আমরা ঈদুল আযহা'র (কুরবাণীর ঈদ) সময় দেখতে পাই। আচ্ছা বলুনতো, মাবুদ খোদা যখন তাঁর উদ্দেশে হযরত ইব্রাহিমের ছেলেকে কুরবাণী করতে বললেন, তখন যদি খোদা তার ছেলের পরিবর্তে কুরবাণী হওয়ার জন্য একটা ভেড়া যুগিয়ে না দিতেন তাহলে তার ছেলের কি হত?"

"ইসমাইল মারা যেতেন," - বললেন আহমেদ।

" এই হল কুরবাণীর অর্থ।" উত্তর দিলেন হামিদ। "একজনের পরিবর্তে অন্যজন মরা। মাবুদ খোদা একটি ভেড়া যুগিয়ে দিয়েছিলেন, যাকে হযরত ইব্রাহিমের পুত্রের পরিবর্তে কুরবাণী করা হয়েছিল। আমিও ইব্রাহিমের পুত্রের মত একই অবস্থানে আছি। আমি এখন মৃত্যুর অধীনে রয়েছি।"

"আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি কি বলতে চাইছেন? - একটু ভীত কণ্ঠে জানতে চাইলেন আহমেদ।

হামিদ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ইঞ্জিল শরীফে লেখা আছে;

***"পাপ যে বেতন দেয় তাহা মৃত্যু"*** (রোমীয় ৬:২৩)

"আমার পাপের বেতন হল মৃত্যু। একথা সত্য যে লোকে আমাকে খুব ধর্মপরায়ণ বলে জানে। কারণ আমি প্রতিদিন এবাদত করি, কিতাব পড়ি এবং তাঁর সেবা করি। কিন্তু এসব করা সত্বেও খোদার দৃষ্টিতে আমি একজন পাপী। এমন কেউ আছেন যিনি খোদার সান্নিধ্য ছাড়া খাঁটি হতে পেরেছেন?" হামিদ জানতে চাইলেন।

"না, একমাত্র খোদা ছাড়া খাঁটি কেউ নন্।" উত্তর দিলেন আহমেদ।

" তাহলে খোদার সামনে আমরা সবাই পাপী। তাই নয় কি?" হামিদ প্রশ্ন করলেন।

আহমেদ একমত হয়ে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ সে কথা সত্য।"

"তাহলে আমিও এখন হযরত ইব্রাহিমের পুত্রের মত মৃত্যুর কর্তৃত্বাধীন আছি। কিন্তু আমার পাপের কাফ্ফারা কোথায়? আমার পাপের কাফ্ফারার জন্য খোদা কি কোন কুরবাণী পাঠাননি?" - হামিদ জানতে চাইলেন।

উত্তরে আহমেদ কি বলবে তা জানা ছিল না। হামিদ আবার বলতে শুরু করলেন, "হযরত ইয়াহিয়া নামে একজন ব্যক্তি খোদাবন্দ ঈসা মসীহের সময়ে বাস করতেন। প্রথমবারের মত যখন তিনি মসীহ্‌কে দেখলেন তখন তিনি তাঁকে দেখে এই কথা বলেছিলেন;

*"ঐ দেখ, খোদার মেষ- শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন!"*

*(ইউহোন্না ১:২৯)*

"মসীহ্ মানুষের কোন প্রতিপালিত মেষ ছিলেন না, তিনি খোদার নিকট থেকে অর্থাৎ সেই উর্দ্ধস্থান থেকে এসেছিলেন। খোদার রূহ্ কুমারী মরিয়মের গর্ভে প্রবেশ করেন আর এতেই তিনি গর্ভবতী হয়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। আপনি জানেন, তাকেই মরিয়মের পুত্র ঈসা, খোদার কালাম (কালেমাতুল্লাহ্) এবং খোদার রূহ্ (রূহ্ আল্লাহ) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ ও খাঁটি। মেষ শিশু রূপে তিনি খোদার নিকট থেকে এসেছিলেন। খোদার সাথে পবিত্র ও খাঁটি জীবন যাপন করে তিনি সবাইকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তিনিই ছিলেন খোদার মনোনীত নাজাতদাতা আল্ মসীহ্। তিনি কখনও নিজের পাপের জন্য মহান খোদার কাছে ক্ষমা যাচঞা করেননি। যেহেতু তিনি ছিলেন বেগোনাহ্ এবং খাঁটি। তাই তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের পাপের বোঝা নিজের কাঁধের উপর তুলে নেয়ার জন্য এই দুনিয়াতে মেষ শিশুরূপে এসেছিলেন এবং তাঁকে এই কাজের জন্য কুরবাণীও হতে হয়েছিল। এই কাজের জন্য তিনি নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন, তারপর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন এবং জীবিতরূপে বেহেস্তে খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ঠ হলেন। একদিন আবার তিনি এই দুনিয়াতে ফিরে আসবেন।"

এসব কথা বলার পর হামিদ কিছুক্ষণের জন্য নিরব থাকলেন, তারপর আহমেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হযরত ইব্রাহিমের পুত্রের মত আমিও একই অবস্থানে আছি, আমি এখন মৃত্যুর অধীনে রয়েছি। কিন্তু আমার পাপের জন্য একটা কাফ্ফারা আছে। আর এই কাফ্ফারা হলেন খোদার খাঁটি মেষ-শিশু আল্ মসীহ্। পাপের ক্ষমা পেয়ে বেহেস্তে অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য মাবুদ খোদা এই মেষ-শিশুর মধ্য দিয়েই ব্যবস্থা করেছেন। মসীহ্ এই দুনিয়ার সকল মানুষের পাপ, এমন কি আহমেদ ভাই, আপনার পাপও তিনি নিজে তুলে নিয়েছেন।"

আহমেদ নিরবে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন তারপর বললেন, "যদি মসীহ্ এই দুনিয়ার সকল মানুষের পাপ তুলে নিয়েই থাকেন, তাহলে তো আমার আর মরার দরকার হবে না, কারণ আমি ইতিমধ্যেই অনন্ত জীবন পেয়ে গেছি।"

হামিদ বললেন, "ধরুন আজ আপনার জন্মদিন, আপনার জন্মদিনে মসীহ্ একটা উপহার এনে আপনার দরজায় নক্ করছেন। তিনি আপনাকে বলছেন, আহমেদ আমি তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই- আর তা হল, তোমার পাপের ক্ষমা, অনন্ত জীবন এবং আজ থেকে খোদার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। তবে তার আগে কিছু শর্ত আছে। তোমাকে অবশ্যই পাপ থেকে মন ফিরাতে হবে, পাপ স্বীকার করতে হবে এবং আমার কুরবাণীর মধ্য দিয়ে তোমাকে ক্ষমা গ্রহণ করতে হবে। যদি তুমি এটা গ্রহণ কর তাহলে এই উপহার তোমার জন্য, নতুবা নয়।"

আহমেদ বসে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তার ভিতরের চিন্তা-ভাবনা সব যেন গুলিয়ে যেতে থাকলো। তিনি কি বলবেন কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছেন না।

"আপনি হয়ত ভাবছেন যে এটি একটি চরম উদাহরণ," - বললেন হামিদ, "কিন্তু সব সময় মসীহের মধ্য দিয়েই খোদার কাছে যাবার একমাত্র রাস্তা- এই কথাটি মসীহের একজন সাহাবী বলেছেন।" কারণ মরিয়ম তনয় হলেন জীবন্ত ও পুনরুত্থিত এবং সত্যই তিনি আপনার দরজায় আঘাত করছেন। আসমানী কিতাব ইঞ্জিল শরীফে ঈসা মসীহ্ এই কথা বলেছেন;

***"দেখ, আমি দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি। কেহ যদি আমার গলার আওয়াজ শুনিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, তবে আমি ভিতরে তাহার নিকটে যাইব এবং তাহার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিব, আর সেও আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিবে।"***

*(প্রকাশিত কালাম ৩:২০)*

হামিদ আরও বলতে লাগলেন, "মসীহের জন্য মনের দরজা খুলে দেওয়া এবং তাঁকে আমার জীবনে আসার আমন্ত্রণ জানানো এবং আমার সাথে সহভাগিতা রক্ষা করা- এ সবই আমার কাছে তথা অন্যান্য সবার কাছেই সেই উপহার গ্রহণ করার মত।"

"আপনি আমাকে এই মুহূর্তে মসীহ্ সম্পর্কে যা বললেন তা আমার হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে হামিদ ভাই। আজকের আলোচনা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমার একটু সময় প্রয়োজন। আবার যখন আমরা আলোচনায় বসব তখন মসীহ্ সম্পর্কে আরো কিছু শুনব।" বললেন আহমেদ।

ঠিক আছে। তাহলে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করি।

'আস্সালামু আলাইকুম' ( আপনার উপর খোদার শান্তি বর্ষিত হোক)।

'ওয়ালাইকুমুস সালাম' (আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক)।

# ২য় পাঠ

## খোদার কালাম এবং কুরবাণী

"গত আলোচনায় আপনি আমাকে বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমাকে ভীষণ চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মসীহ্ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে সেসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।" একটু উৎসুক কণ্ঠে আহমেদ কথা বলতে শুরু করলেন।

"অবশ্যই আপনাকে বলব। আপনি বলুন।" আহমেদ কি বলতে চায় হামিদ আধাআধি জেনেই প্রতিউত্তর করলেন।

"আপনি জানেন আমরা যারা মুসলমান আমরা সবাই আসমানী কিতাব আল্ তৌরাৎ (হযরত মূসার প্রতি নাজিলকৃত কিতাব), আল্ জবুর (হযরত দাউদের প্রতি নাজিলকৃত কিতাব), ইঞ্জিল শরীফ (হযরত ঈসার প্রতি নাজিলকৃত কিতাব) এবং পবিত্র কোরআন বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি শিখেছি যে, কোরআন ছাড়া অন্য সমস্ত কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা পরিবর্তন করে ফেলেছে। সেই সমস্ত কিতাবে যা লেখা আছে এখন আর সেগুলি বিশ্বাস করা যাবে না। সুতরাং আপনি যে কিতাবুল মোকাদ্দস (পবিত্র বাইবেল) বিশ্বাস করেন তা বিকৃত কিতাব এবং তার মধ্যে সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে।

"আপনার এই কথা যে সত্য তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাতে পারবেন?" হামিদ জানতে চাইলেন। আহমেদ কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, কোন প্রমাণ ছাড়াই তিনি এ ধরনের একটা অপ্রমাণিত বিরুদ্ধ কথা শুনে বিশ্বাস করে এসেছেন।

আহমেদ চুপ করে আছে দেখে হামিদ আবার বলতে শুরু করলেন, "আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন এই পরিবর্তনের কাজ কখন করা হয়েছিল এবং কিভাবে করা সম্ভব হয়েছিল?"

"না আমি বলতে পারব না," একটু বিমর্ষ কণ্ঠে আহমেদ উত্তর দিলেন। "কেউ আমাকে কোনদিন এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।"

কিছুক্ষণ পর হামিদ জানতে চাইলেন, "আপনি কি মনে করেন কোরআন শরীফ বিকৃত করা সম্ভব ?"

"আস্তাগফিরুল্লাহ্, মাবুদ আমাদের ক্ষমা করুন!" বিস্ময়ে বলে উঠলেন আহমেদ। "এটি কখনই সম্ভব নয়। এই কাজ করা তো দূরের কথা, ঈমানদাররা কোনদিন এটি পরিবর্তন করার চেষ্টাও করতে দেবে না।"

"তাহলে কিতাবুল মোকাদ্দসকে কেন আলাদা করে দেখছেন? আপনি কিভাবে চিন্তা করতে পারলেন যে, আসল ঈমানদাররা তাদের পবিত্র কিতাব অন্য কারো দ্বারা বিকৃত হতে দেবে এবং একটি বিকৃত কিতাব এনে হাজির করবে? আমি সেই খোদাকে বিশ্বাস করি যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যিনি সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর নিজের কালাম মানুষের কাছে দিয়েছেন এবং সেই সাথে তাঁর কালামকে বিকৃত হওয়া থেকে হেফাজত করার জন্য ক্ষমতা এবং শক্তিও মানুষকে দিয়েছেন।"

স্থির দৃষ্টি নিয়ে আহমেদের দিকে তাকিয়ে হামিদ বললেন, "আহমেদ, আপনি কি বিশ্বাস করেন যা কিছুই আমাদের জীবনে ঘটে থাকে তা খোদার ইচ্ছানুসারেই ঘটে থাকে?"

"হ্যাঁ আমি তা বিশ্বাস করি," আহমেদ উত্তর দিলেন।

"তাহলে আপনি কি মনে করেন, মাবুদ খোদা তাঁর কালাম এই দুনিয়াতে পাঠানোর পর চিন্তা করলেন যে তাঁর কালাম বিকৃত হয়ে যাবে, বা তাঁর কালামকে বিকৃত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা সর্বশক্তিমান খোদার নেই?"

"অবশ্যই বিকৃত হওয়ার হাত থেকে তাঁর কালামকে রক্ষা করার ক্ষমতা সর্বশক্তিমান খোদার আছে।" আহমেদ একমত হয়ে তড়িৎ উত্তর দিলেন।

"আপনি কি জানেন আহমেদ, কিতাবুল মোকাদ্দস একটি আশ্চর্য গ্রন্থ? এই গ্রন্থখানি মোটামুটি ১,৬০০ বছর ধরে লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে আছে আল্ তৌরাত (শরীয়ত পুস্তক), আল্ জবুর (গীতসংহিতা), ইঞ্জিল শরীফ (সুখবর) এবং আরো অনেক পুস্তক যা বিভিন্ন নবী ও রসুলদের দ্বারা লিখিত হয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দস দুইটি অংশে বিভক্ত; পুরাতন নিয়ম, যেখানে মসীহের জন্মের আগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে এবং নতুন নিয়ম, যা শুরু হয়েছে মসীহের এই দুনিয়াতে আগমনের ইতিহাস দিয়ে। কিতাবুল মোকাদ্দস প্রথমে তিনটি ভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছিল।"

"সেই ভাষাগুলো কি কি ছিল?" আহমেদ আশ্চর্যান্বিত হয়ে জানতে চাইলেন।

"এই গ্রন্থ লেখা হয়েছিল হিব্রু, অরামীয় এবং গ্রীক ভাষায়।" হামিদ উত্তর দিলেন। মাবুদ খোদা যখন আমাদেরকে তাঁর কালাম দেন তখন তিনি বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন পেশার মানুষকে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ ছিল রাজা বা শাসনকর্তা, কেউ ছিল সাধারণ মেষপালক বা জেলে আবার কেউবা ছিল ডাক্তার। কিতাবুল মোকাদ্দস হল খোদার নিকট থেকে পাওয়া এক অলৌকিক গ্রন্থ। কারণ যদিও অনেক সময়ের ব্যবধানে এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষ এই গ্রন্থ লিখেছিলেন তথাপি সমস্ত কিতাবের মূল বিষয় একটি মাত্র উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে বিস্তার লাভ করেছে। আর সেই মূল বিষয়টি হল আল্ মসীহ্ (ঈসা মসীহ্)।"

"আমি সত্যিই বেশ কৌতূহলী হচ্ছি যে, সমস্ত কিতাবের কেন্দ্রীয় বিষয় কিভাবে আল্ মসীহ্ হতে পারেন?," বললেন আহমেদ।

"আপনার কি মনে আছে আমরা যখন মসীহ্কে কুরবাণীর মেষরূপে আলোচনা করেছিলাম, যিনি আমাদের সমস্ত পাপ বহন করেছেন?"

"অবশ্যই মনে আছে," আহমেদ উত্তর দিলেন। "আমি এত সহজে কিভাবে সে কথা ভুলে যেতে পারি?"

"বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহের সময় পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে মাবুদ খোদা কুরবাণী সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার প্রমাণ সমস্ত ইতিহাস জুড়ে রয়েছে।" বললেন হামিদ।

"কিভাবে?" জানতে চাইলেন আহমেদ।

"কাবিল (কয়িন) এবং হাবিলের (হেবল) সময় পৃথিবীতে কতজন লোক ছিল বলতে পারবেন আহমেদ ভাই?"

আহমেদ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, "চারজন - হযরত আদম, বিবি হাওয়া (হবা), হযরত কাবিল এবং হযরত হাবিল।"

"মাত্র চারজন," হামিদ বললেন, "তথাপি তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, খোদার এবাদত করতে হলে কোন কুরবাণী প্রয়োজন। এই প্রয়োজন তারা কি ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন?" হামিদ বলতে লাগলেন, "কারণ মাবুদ খোদা পবিত্র এবং খাঁটি, কিন্তু মানুষ পাপী এবং তার পাপের কাফ্ফারা প্রয়োজন। হযরত নূহ (আঃ) কুরবাণী সহকারে খোদার এবাদত করেছিলেন, হযরত ইব্রাহিম কুরবাণী সহকারে খোদার এবাদত করেছিলেন, হযরত মূসা, হযরত দাউদ এবং সমস্ত নবী-রসুলগণ কুরবাণী সহকারে মাবুদ খোদার এবাদত করেছিলেন।" হামিদ আরো বললেন, "আমিও তাদের মত একই ভাবে কুরবাণী সহকারে খোদার এবাদত করে থাকি।"

" না, আপনি এখন রসিকতা করছেন, কারণ খোদার এবাদত করার জন্য আপনি বাজারে পশু কিনতে যান না।" সমস্ত মুখে হাসির রেখা টেনে বললেন আহমেদ।

"আমি খোদার মেষ মসীহের মধ্য দিয়ে এবাদত করে থাকি, যিনি তাঁর কুরবাণীর মধ্য দিয়ে আমার পাপের কাফ্ফারা পরিশোধ করেছেন। পাক্ কিতাবে লেখা আছে;

*"খোদা মাত্র একজনই আছেন এবং খোদা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ, মানুষ মসীহ্ ঈসা। তিনি সমস্ত মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়াছিলেন।"*

*(১ তীমথিয় ২:৫-৬)*

"খোদা মাত্র একজন এবং খোদা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন, তিনি মসীহ্ যিনি তাঁর জীবন সকলের জন্য মুক্তির মূল্যরূপে দিয়েছিলেন, এমনকি আপনার জন্যও আহমেদ ভাই। পাক্ কিতাব প্রমাণ দেয়, সমস্ত মানুষ এখন পর্যন্ত কুরবাণীর মধ্য দিয়ে জীবন্ত খোদার এবাদত করে থাকেন।"

"আমার মনে হয় আপনি যা বলতে চাচ্ছেন আমি একটু একটু করে বুঝতে পারছি, তবুও আরেকটু বুঝিয়ে বলুন যাতে সমস্ত বিষয়টি আমি আরো ভাল ভাবে বুঝতে পারি।" একটু চিন্তিত মনে আহমেদ বললেন।

"কিছুক্ষণ চুপ থেকে হামিদ উত্তর দিলেন, "মাবুদ খোদা কুরবাণীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য পাক্ কিতাবে প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে হযরত মূসার মধ্য দিয়ে আল্ তৌরাত কিতাবে। শরীয়তের শিক্ষানুসারে পাপের কাফ্ফারা হিসাবে কুরবাণীর অর্থ কিতাবের এই আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়েছে;

*"মূসার শরীয়ত মতে প্রায় প্রত্যেক জিনিষই রক্ত দ্বারা পাক- পবিত্র করা হয়, এবং রক্তপাত না হইলে পাপের ক্ষমা হয় না।" (ইব্রাণী ৯:২২)*

"কিন্তু কুরবাণী সম্পর্কে এই সমস্ত শিক্ষা কিভাবে বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসার সাথে সম্পর্কযুক্ত?" আহমেদ বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

"ভাল কথা, কুরবাণী সম্পর্কে যে সমান্তরাল শিক্ষা তা প্রকৃতপক্ষেই মসীহ্ সম্পর্কিত বিভিন্ন ভবিষ্যতবাণী। সেসব ভবিষ্যতবাণীর মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া ছিল যে, মসীহ্ যখন এই পৃথিবীতে আসবেন তখন তিনি আমাদের পাপের কাফ্ফারা হিসাবে কুরবাণী হবেন।" হামিদ একটা কিতাবুল মোকাদ্দস হাতে নিয়ে খুললেন, তারপর আহমেদের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "এই দেখুন, মসীহের জন্মের প্রায় ৭০০ বছর আগে ইশায়া নবী মসীহ্ সম্পর্কে হুবহু একই কথা লিখেছিলেন;

*"সত্য আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, মাবুদ কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত্ত। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর মাবুদ আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইয়াছেন। তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরূপ তিনি মুখ খুলিলেন না।" (ইশায়া ৫৩:৪-৭)*

এই ভবিষ্যতবাণী আহমেদের হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করল এবং পরিতৃপ্তির সুরে বললেন, "আপনি কি সত্যিই বলছেন, বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসার জন্মের শত শত বছর আগে এই কথা লেখা হয়েছিল?"

হ্যাঁ, নবীদের কথানুসারে মসীহ্ আসবেন হযরত দাউদের বংশ থেকে। নবী দাউদ, যিনি মসীহের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে বাস করতেন, তিনি তার ভবিষ্যত পুত্র মসীহের সলীবে মৃত্যু সম্পর্কে একটি সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। সলীবে মৃত্যু খুব ধীরগতি সম্পন্ন এবং খুব যাতনাক্লিষ্ট অপরাধ জনক শাস্তি। সলীববিদ্ধ লোকের শরীরের হাড় কিছুক্ষণের মধ্যে আলাদা হয়ে যায় এবং সে প্রচন্ড তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে। নবী দাউদ এই কথা লিখেছেন;

*"আমি পানির ন্যায় সেচিত হইতেছি, আমার সমুদয় হাড় সন্ধিচ্যুত হইয়াছে, আমার হৃদয় মোমের ন্যায় হইয়াছে, তাহা অন্ত্রের মধ্যে গলিত হইয়াছে। আমার বল খোলার ন্যায় শুষ্ক হইতেছে, আমার জিহ্বা তালুতে লাগিয়া যাইতেছে, তুমি আমাকে মৃত্যুর ধূলিতে রাখিয়াছ। কেননা কুকুরেরা আমাকে ঘিরিয়াছে, দুরাচারদের মণ্ডলী আমাকে বেষ্ঠন করিয়াছে; তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে। আমি আপন অস্থি সকল গণনা করিতে পারি; উহারা আমার প্রতি দৃষ্টি করে, চাহিয়া থাকে। তাহারা নিজেদের মধ্যে আমার পোশাক বিভাগ করে, আমার পোশাকের জন্য গুলিবাট করে।"* *(আল জবুর ২২:১৪-১৮)*

"হযরত দাউদ এ কথা লিখেছেন, যদিও তার সময় সলীবে মৃত্যুর নিয়ম চালু ছিল না। এটি আবিষ্কার হয় অনেক পরে, এবং মসীহের সময়কালে কেবলমাত্র রোমীয়রা এই পদ্ধতি ব্যবহার করত।"

"তাহলে আপনি বলছেন, এইসব ভবিষ্যতবাণী বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহের জীবনে পূর্ণতা পেয়েছে?" আহমেদ জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ, শুধু তাই নয় এছাড়া তাঁর উদ্দেশে করা আরো অনেক ভবিষ্যতবাণী মসীহের জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছে। মসীহ্ নিজেই অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর কথাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন যে তিনি তাঁর জীবন কুরবাণীরূপে দিতে এসেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে এই কথা বলেন;

*"মনে রাখিও, মনুষ্যপুত্র সেবা পাইতে আসেন নাই, বরং সেবা করিতে আসিয়াছেন এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণ দিতে আসিয়াছেন।"*

*(মার্ক ১০:৪৫)*

"আহমেদ ভাই, আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন, মানুষের পাপের কাফ্ফারা হিসাবে মাবুদ খোদা সমস্ত কিতাবুল মোকাদ্দস জুড়ে কুরবাণী সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা কিভাবে মসীহের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে?"

"হামিদ ভাই, আমি আগে কোনদিন এসব শুনিনি। আমার কাছে খুব ভাল লাগছে। এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য আমার আরো সময় প্রয়োজন।

"আপনাকে এই কিতাবুল মোকাদ্দসখানা উপহার হিসাবে দিলাম, দয়া করে গ্রহণ করলে খুব খুশী হব। ইঞ্জিল শরীফ থেকে পড়া শুরু করুন, এখানে আপনি মসীহের জীবন এবং তাঁর অনেক অলৌকিক কাজ ও শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।"

"ধন্যবাদ। আমি আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু কোনদিন নিজে তা পড়ে দেখিনি। বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসার শিক্ষা এবং অলৌকিক কাজ সম্পর্কে পড়তে আমার সত্যিই খুব ইচ্ছা করছে।"

তাহলে এসব বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আজকের আলোচনা তাহলে এখানেই শেষ করি। খোদা হাফেজ।

# তৃতীয় পাঠ
## পাপ

"আমাদের গত আলোচনার বিষয় নিয়ে আমি চিন্তা করছিলাম যে কিভাবে মসীহ্ সমস্ত মানব জাতির পাপের কাফ্ফারা হিসাবে তাঁর নিজের জীবন দিলেন। কিন্তু আমার একটা বিষয় জানার আছে, আর তা হল, পাপ কোথেকে এলো এবং কিভাবে এই পাপ সমস্ত মানুষের সমস্যার কারণ হল? আপনি কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন? আহমেদ দৃঢ়তার সাথে জানতে চাইলেন।

"পাপ কোথেকে এলো তা বুঝতে হলে আমাদের একেবারে গোড়ার দিকে ফিরে যেতে হবে। আল্ তৌরাত কিতাবে আমরা দেখতে পাই যে, মাবুদ খোদা মানুষ এবং দুনিয়া সৃষ্টি করার পর মানুষকে বেহেস্তের মধ্যে একটি বাগানে রাখলেন। বেহেস্তে থাকাকালীন সময়ে মানুষের মধ্যে কোন অন্যায় ছিল না এবং খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক ছিল খুবই মহব্বতপূর্ণ। কিন্তু আপনি জানেন, বেহেস্তে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল যে ঘটনা মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আপনি কি বলতে পারেন আহমেদ ভাই, কি ঘটেছিল?"

"শয়তান এসে সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে ফেলল, " বললেন আহমেদ।

"ঠিক তাই! হামিদ প্রতিউত্তর করলেন। "মাবুদ খোদা যখন আদমকে নেকী-বদী জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন;

***আর খোদাবন্দ খোদা আদমকে এই হুকুম দিলেন, তুমি এই বাগানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু নেকী-বদী জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।"***

*(পয়দায়েশ ২:১৬-১৭)*

"কিন্তু শয়তান সাপের বেশ ধরে এসে আদম এবং হাওয়াকে প্রলোভিত করল। তারা খোদার আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করল। ফলশ্রুতিতে মানব জাতির পতন হল। যখনই মানুষের মধ্যে পাপ প্রবেশ করল তখন থেকে সমস্ত মানুষই পাপী বলে গণ্য হল।"

"সমস্ত মানুষ বাস্তবিকই কি পাপী বলে গণ্য হল?" আহমেদ একটু সন্দেহভাবে জানতে চাইলেন। "একথা গ্রহণ করতে আমার আপত্তি আছে। আপনার কথা যদি সত্যিই হয় তাহলে কিভাবে সকলে পাপী বলে গণ্য হল?"

"মানুষ তখনই পাপী বলে গণ্য হল যখন সে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করল," বললেন হামিদ। মানুষের জীবনে ভাল এবং মন্দের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটল। একজন মানুষ ভাল কোন কাজের মাধ্যমে কখনও কখনও বেশ খ্যাতি বা সম্মান অর্জন করে থাকে, কিন্তু পরক্ষণে সে আবার খারাপ কোন কাজ করে বসতে পারে, যেমন হতে পারে সে তার প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করে বা ঠকিয়ে থাকে। এক মিনিটের মধ্যে মানুষ যেমন অনেকের ভালবাসা পেতে পারে আবার মূহুর্তের মধ্যে সে স্বার্থপর, হিংসাপরায়ণ বা জঘন্য পাপিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। সব মানুষই এই সমস্যার সাথে পাঞ্জা লড়ছে। সমস্ত ধর্মেই এই সমস্যার কথা রয়েছে। পাপ এবং পাপ জাতীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমস্ত দেশে আইন করে থাকে। মানুষ পাপ করে এজন্য পাপী নয়, কিন্তু মানুষ পাপী বলে পাপ করে। মানুষের দেহের অভ্যন্তরে একটা কারখানা আছে যেখানে পাপ আর মন্দ জিনিস তৈরী হয়ে থাকে, তাই নয় কি?" আহমেদকে একটু অনুসন্ধানী করে তোলার জন্য হামিদ কথাগুলো বললেন।

"আপনার মানব ইতিহাসের ব্যাখ্যা বেশ ভালই যে মানুষ ভাল আর মন্দের মিশ্রণে তৈরী হয়েছে। কিন্তু এখানে শয়তানের ভূমিকা কোথায়?" আহমেদ জানতে চাইলেন।

"ভাল কথা, আসলে পাপের কারণেই শয়তান মানুষের জীবনে এবং সমাজের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা লাভ করেছিল-" হামিদ উত্তর দিলেন। "সেই একই শয়তান যে আদম ও হাওয়াকে এক সময় প্রলোভিত করেছিল এবং একই ভাবে আজও সে মানুষকে প্রলোভিত করে চলেছে, যাতে মানুষ সব সময় পাপের মধ্যে জীবন ধারণ করে। পাপ যেহেতু মানুষকে খোদার সান্নিধ্য থেকে আলাদা করেছে তাই সে পাপের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনে প্রবেশ করার ক্ষমতা পেয়েছে। পাপের কারণেই পৃথিবীর আজ এই দশা। মাবুদ খোদা সব কিছুই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু মানুষ জগতের মধ্যে মন্দতা এনে কলুষিত করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যুদ্ধ, মারামারি, মন্দতা ইত্যাদি কারণে এবং খোদার সাথে মানুষের ভগ্ন সম্পর্ক মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলেছে।"

"তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, মাবুদ খোদা আমাদের এভাবে সৃষ্টি করেননি? আদমের পাপের কারণে আমাদের আজ এই অবস্থা?" আহমেদ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিক তাই-" হামিদ প্রতি উত্তর করলেন। আদমের মধ্য দিয়ে পাপ মানুষের জীবনে প্রবেশ করেছে। যেমন লেখা আছে;

*"একটি মানুষের মধ্য দিয়া পাপ দুনিয়াতে আসিয়াছিল ও সেই পাপের মধ্য দিয়া মৃত্যুও আসিয়াছিল। সমস্ত মানুষ পাপ করিয়াছে বলিয়া এই ভাবে সকলের নিকটেই মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে।"* *(রোমীয় ৫:১২)*

"এই পাপের ফল হল মৃত্যু। এই মৃত্যু দৈহিক ও রূহানিক উভয় দিক থেকেই।"

'দৈহিক ও রূহানিক মৃত্যু! রূহানিক মৃত্যু আবার কি? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হামিদের দিকে তাকিয়ে আহমেদ প্রশ্ন করলেন।

হামিদ বলতে লাগলেন, "মাবুদ খোদা হযরত আদমকে বলেছিলেন, যদি তুমি ঐ গাছের ফল খাও তাহলে মরিবেই মরিবে। যেহেতু মাবুদ খোদা ধার্মিক এবং সব সময় তিনি তাঁর কালাম অনুসারে কাজ করেন, কিন্তু মানুষের উপর মৃত্যু এলো বলেই সব মানুষ মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু সাথে সাথে পাপের কারণে রূহানিক ভাবেও সে মারা গেল।"

"কিভাবে?" আহমেদ জানতে চাইলেন।

"মানুষ পাপ করেছিল বলেই তাকে বেহেস্তের বাগান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। বেহেস্তের বাগানে থাকাকালীন সময়ে সে ছিল খাঁটি এবং খোদার সাথে নিখুঁত সম্পর্ক বজায় রেখে চলত। কিন্তু পাপের কারণে তাকে বাগান থেকে বেরিয়ে আসতে হল। মানুষের পাপের জন্য তাকে পবিত্র ও জীবন্ত খোদার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হল এবং রূহানিক ভাবে সেখানেই তার মৃত্যু হল। তাহলে দেখা যায় পাপই মানুষকে খোদার সান্নিধ্য থেকে আলাদা করেছে। এই পাপের কারণেই আমরা খোদার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়তে পারছি না। যেহেতু মাবুদ খোদা পবিত্র এবং খাঁটি তাই কোন মন্দতার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। সে কারণেই আমাদেরকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য একজন নাজাতদাতার প্রয়োজন। আচ্ছা আহমেদ ভাই, আপনি কি মনে করেন আমাদের পাপ কোন একটি জায়গায় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে?

আহমেদ একটু অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আমি যতদূর জানি যে, দুজন ফেরেস্তা আমাদের ভাল-মন্দ কাজের হিসাব লিখে রাখছেন।"

"মাবুদ খোদা আমাদের সবকিছুই জানেন।" হামিদ বললেন। "আমাদের ভাল মন্দ কাজ, প্রত্যেকটি কথা, চিন্তা এবং ইচ্ছা সবকিছুই তিনি জানেন। আমাদের সবকিছুই তিনি লিখে রাখছেন। আপনি কি জানেন বিচারদিনে কিভাবে এই হিসাব আমাদের সামনে তুলে ধরা হবে?"

"না সে কথা কেবল মাবুদই জানেন," আহমেদ মৃদুস্বরে জবাব দিলেন।

"আহমেদ ভাই, মাবুদ খোদা আপনাকে ভালবাসেন, কখনও ভুলে যাবেন না যে, খোদার মেষ বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা আমাদের সমস্ত পাপ নিজের উপর তুলে নিয়েছেন। আমাদের জন্য পাপের ক্ষমা সহজলভ্য করে দিয়েছেন," হামিদ শান্তভাবে বললেন।

আহমেদ এক মূহুর্ত চিন্তা করার পর হামিদকে জিজ্ঞেস করলেন, "মসীহ্ যখন এতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহলে হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া তাঁর সম্পর্কে শোনেননি কেন?"

"আমি যদি বলি তারা মসীহ্ সম্পর্কে শুনেছেন, তাহলে আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন?" হামিদ জানতে চাইলেন।

"না, আমি মনে করি তাদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না," আহমেদ উত্তর দিলেন।

"খোদা মানুষকে ভালবাসেন এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়তে চান," হামিদ বলতে শুরু করলেন, "সে কারণেই খোদা একেবারে শুরু থেকে মসীহের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। পাপে পতনের দুঃখজনক ঘটনা যখন তাদের ঘিরে ছিল ঠিক সেই মূহুর্তে হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া একজন উদ্ধারকর্তার প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যিনি একদিন মানুষের উপর থেকে শয়তানের ক্ষমতাকে ধ্বংস করবেন। মাবুদ খোদা আদম এবং হাওয়াকে শুনিয়ে শয়তানের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন;

*'আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।'* *(পয়দায়েশ ৩:১৫)*

সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসে সন্তানেরা পিতার পরিচয়ে পরিচিত হত, যেমন ইব্রাহিমের পুত্র, ইয়াকুবের পুত্র ইত্যাদি। কিন্তু এই আয়াতে যার কথা বলা হচ্ছে, তিনি আসবেন নারীর বংশ থেকে, পুরুষের বংশ থেকে নয়। একজন আসবেন যার জন্ম হবে পিতা ছাড়া কিন্তু তিনি হবেন স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সন্তান। এই সন্তানই মানুষের উপর থেকে শয়তানের ক্ষমতাকে চূর্ণ করবেন এবং সাপের রূপধারী শয়তান নারীর গর্ভজাত সেই

সন্তানের পাদমূল চূর্ণ করবে। এই ঘটনা হুবহু ঘটেছিল যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা মানুষের পাপের কাফ্ফারা হিসাবে নিজের জীবন কুরবাণী করেছিলেন।"

"এটি স্মরণযোগ্য ঘটনা," আহমেদ বললেন, "বিষয়টি খুবই আনন্দের যে, মসীহ্ সম্পর্কে খোদা একেবারে সৃষ্টির প্রথম মানুষের সাথে কথা বলতে শুরু করেছেন। আরেকবার একথা প্রমাণিত হল যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল বিষয় হলেন মসীহ্।

"ইঞ্জিল (সুখবর) সম্পর্কে আপনার কি ধারণা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে।" হামিদ বললেন।

"সত্যি কথা বলতে কি এটি এক আশ্চর্য গ্রন্থ," আহমেদ বিশ্বস্তভাবে উত্তর দিলেন, এ ধরণের গ্রন্থ আমি আগে কখনও পড়িনি। মসীহের অলৌকিক কাজের বিস্তারিত বিবরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং পাহাড়ের উপরে দেওয়া মসীহের উপদেশ বাণী সত্যিই অসাধারণ। তাঁর কথার গভীরতা খুবই স্পষ্ট। শত্রুকে ভালবাসা এবং যারা আমাদের অত্যাচার করে তাদের জন্য মুনাজাত করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং মুনাজাত সম্পর্কে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যাতিক্রমধর্মী যা আগে কোনদিন শুনিনি। আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, এই গ্রন্থ আমার জীবনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে এবং সেই সাথে আমার মনে অনেক প্রশ্নেরও সৃষ্টি করেছে যার উত্তর আমাকে জানতে হবে।"

"আপনার কথাগুলো বেশ মজার," হামিদ হাসিমুখে বললেন, "বেশ, তাহলে শুরু করা যাক।"

"ঠিক আছে," আহমেদ বললেন, "ইঞ্জিল শরীফে কেন হযরত ইব্রাহিম থেকে আরম্ভ করে দাউদ (আঃ) এর মধ্য দিয়ে মসীহ্ পর্যন্ত বংশ তালিকা দেখানো হয়েছে?"

হামিদ একটু চিন্তা করে উত্তর দিলেন, " আপনার কি মনে আছে আমরা বলেছিলাম, সমগ্র কিতাবের মধ্যে একটি মাত্র বিষয়কে প্রকাশ করা হয়েছে।"

হ্যাঁ আমার মনে আছে। সে বিষয়টি হল 'আল্ মসীহ্।' আহমেদ উত্তর দিলেন।

"আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন তার উত্তর এই মূল বিষয়টির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত," হামিদ বললেন, "নবীদের কথানুসারে মসীহ্ হবেন হযরত দাউদের পুত্র এবং হযরত ইব্রাহিমের পুত্র।"

হামিদের কথাটা নিয়ে আহমেদ ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, "আপনার কথাটা বেশ মজাদার, কিন্তু বিভিন্ন নবীদের ভবিষ্যতবাণী সম্পর্কে আপনি কি আরেকটু বিস্তারিত বলবেন?"

কিছু সময় চুপ থেকে হামিদ বলতে শুরু করলেন, "আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে মাবুদ খোদা একদিন হযরত ইব্রাহিমের সাথে কথা বললেন, যিনি খোদার বন্ধু হিসাবে (খলিলুল্লাহ্) পরিচিত ছিলেন। তার নাম যখন ইব্রাম ছিল তখন মাবুদ খোদা তাকে একটি প্রতিজ্ঞা দিলেন যা সমস্ত মানুষের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আল্ তৌরাত কিতাবে আমরা পাই;

*'খোদাবন্দ ইব্রামকে বলিলেন, তুমি আপন দেশ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও পৈত্রিক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে তাহাকে আমি অভিশাপ দিব, এবং তোমাতে ভূমন্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।"* *(পয়দায়েশ ১২:১-৩)*

মাবুদ খোদা এমন একজন ব্যক্তিকে আহ্বান করলেন যার কোন সন্তান নেই, যদিও দীর্ঘদিন হল তার বিয়ে হয়েছিল। খোদাবন্দ তাকে একটি দেশ দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং তার বংশকে বৃহৎ জাতিতে পরিণত করবেন। তিনি তার নাম মহৎ করবেন এবং সকলের কাছে তিনি পরিচিত হবেন। এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা মাবুদ পূরণ করেছেন। কিন্তু সমস্ত প্রতিজ্ঞার মধ্যে যেটি সবচাইতে স্মরণীয় তা হল, মাবুদ খোদা হযরত ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে এই দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আশীর্বাদ করবেন। এই প্রতিজ্ঞার মধ্যেই নিহিত আছে মসীহের প্রতিজ্ঞা। সে কারণেই মসীহ্কে ইব্রাহিমের সন্তান বলা হয় এবং এই মসীহের মধ্য দিয়েই মাবুদ খোদা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আশীর্বাদ করবেন।"

"কিন্তু আপনি কিভাবে জানেন এই প্রতিজ্ঞা মসীহের জন্য, অন্য কারো জন্য নয়?" আহমেদ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"আল্ তৌরাত কিতাব যদি আমরা পড়তে থাকি তাহলে বিষয়টি ক্রমেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে," হামিদ উত্তর দিলেন। হযরত ইব্রাহিমের জীবনকালে তার

দু'জন সন্তান হয়েছিল। একজনের নাম ইসহাক, যিনি ইব্রাহিমের স্ত্রী বিবি সারীর গর্ভজাত এবং অন্যজনের নাম ইসমাইল, যিনি সারীর দাসী হাজেরার গর্ভজাত সন্তান। খোদাবন্দ ইসমাইলকেও আশীর্বাদ করেছিলেন এবং ইসহাকের জন্মের আগেই তিনি ইব্রাহিমের কাছে পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছিলেন যে, ইসহাকের বংশের মধ্য দিয়ে মসীহের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে। তিনি বলেন;

*'তখন খোদা বলিলেন তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইসহাক (হাস্য) রাখিবে, আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা তাহার ভাবি বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে। আর ইসমাইলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব। কিন্তু আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাকে প্রসব করিবে, সেই ইসহাকের সহিত আমি আপণ নিয়ম স্থাপন করিব।"* *(পয়দায়েশ ১৭;১৯-২১)*

"হ্যাঁ, হযরত ইসমাইল, মাবুদ খোদা যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি আমাদের অর্থাৎ আরবজাতির আদি পিতা হলেন," আহমেদ বললেন। "কিন্তু আমরা মুসলমানরা জানি যে ইসহাকের বংশের মধ্য থেকে খোদা অনেক নবী ও রসুলদের পাঠিয়েছেন।"

হামিদ বললেন, "ইসহাকের দুইজন ছেলে ছিল, এষৌ এবং ইয়াকুব। মাবুদ খোদা এক স্বপ্নের মাধ্যমে ইয়াকুবকে জানিয়েছিলেন যে, প্রতিজ্ঞাত মসীহ্ আসবেন ইয়াকুবের বংশ থেকে। তিনি বলেন;

*...আর দেখ খোদাবন্দ তাহার উপর দন্ডায়মান; তিনি বলিলেন, আমি খোদাবন্দ, তোমার পিতা ইব্রাহিমের খোদা ও ইসহাকের খোদা; এই যে ভূমিতে তুমি শয়ন করিয়া আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় (অসংখ্য) হইবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিন চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইবে এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে।"* *(পয়দায়েশ ২৮;১৩-১৪)*

"এখানে লক্ষণীয় যে, মাবুদ খোদা যখন ইয়াকুবের সাথে কথা বলেন, তখন তিনি ইব্রাহিমের কাছে কৃত মূল প্রতিজ্ঞার অনেক বিষয়ের পুনরুল্লেখ করেছেন," আহমেদ বললেন।

"আসলে কারণ হল এই যে, একই প্রতিজ্ঞা বংশানুক্রমে চলতে থাকবে," হামিদ উত্তর দিলেন। "কিন্তু একটা বিষয় হয়ত লক্ষ্য করেছেন আহমেদ ভাই যে, ইয়াকুবের বংশ থেকে উৎপন্ন এক সন্তানের মধ্য দিয়ে মাবুদ খোদা পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে রহমত দান করবেন।"

"হ্যাঁ, আমি এখন একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছি যে, মসীহ্-ই সমস্ত কিতাবুল মোকাদ্দসের কেন্দ্রীয় বিষয় সে কথা আরেকবার প্রমাণিত হতে যাচ্ছে," - মৃদু হেসে আহমেদ উত্তর দিলেন।

"একথা ঠিক," বললেন হামিদ। ইস্রায়েল সন্তানদের (বণি ইস্রায়েল) মধ্যে অনেক গোত্র ছিল, এমনকি মসীহ্ কোন্ গোত্র থেকে আসবেন সেকথাও তিনি প্রকাশ করেছেন। মাবুদ খোদা হযরত দাউদ (আঃ)কে মনোনীত করেছেন এবং তার সাথেও তিনি চুক্তি করেছেন। অনেক ভবিষ্যত বাণীর মাধ্যমে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, মসীহ্ দাউদের বংশ থেকে উৎপন্ন হবেন। ইশায়া নবী, যিনি হযরত দাউদের প্রায় ২০০ বছরেরও বেশী সময় পরে এসেছিলেন, তিনি মসীহ্ সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে, ইয়াসিরের গুড়ি থেকে এক পল্লব নির্গত হবে। দাউদের পিতার নাম ছিল ইয়াসির। এই পরিবার থেকে একজন আসবেন যার উপর মাবুদের রূহ্ অধিষ্ঠান করবেন। তিনি গরীবদের জন্য ন্যায়বিচার আনবেন এবং পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই রাজ্যের সমস্ত প্রজা মাবুদ খোদাকে চিনবে। ইশায়া নবী লিখেছেন;

*'আর ইয়াসির গুড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন। আর মাবুদের রূহ্ ... তাহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। ধর্মশীলতায় দীনহীনদের বিচার করিবেন, সরলতায় পৃথিবীস্থ গরীবদের ব্যাপার মিমাংসা করিবেন ... আর সেইদিন এই ঘটিবে, ইয়াসির মূল, যিনি লোকবৃন্দের পতাকারূপে দাঁড়ান, তাহার কাছে জাতিগণ অন্বেষণ করিবে, আর তাহার বিশ্রাম স্থান গৌরবময় হইবে।'* *(ইশায়া ১১: ১, ২, ৪, ১০)*

"আপনার কাছ থেকে যা শুনলাম তা ঠিক কিনা সে সম্পর্কে আমি একটু নিশ্চিত হতে চাই," আহমেদ বললেন। "মাবুদ খোদা একথা প্রকাশ করেছেন কিনা যে, আল্ মসীহ্ হযরত ইব্রাহিমের, ইসহাকের, ইয়াকুবের এবং হযরত দাউদের পুত্র হবেন!"

"অবশ্যই," হামিদ একটু জোরে হেসে জবাব দিলেন। যখন আমরা ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করি তখন আমরা দেখতে পাই যে, মসীহ্ ভবিষ্যতবাণী অনুসারে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এ কারণেই ইঞ্জিল কিতাব শুরু হয়েছে বংশতালিকা দিয়ে। তাহলে একথা প্রমাণ হল যে, মসীহ্ হলেন হযরত ইব্রাহিমের ও হযরত দাউদের সন্তান।"

"বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্-ই যে কিতাবুল মোকাদ্দসের কেন্দ্রীয় বিষয় তা আরেকবার প্রমাণিত হল," আহমেদ বললেন। "কিন্তু হামিদ ভাই, আমি নিশ্চিত যে আপনি লক্ষ্য করেছেন, আমার আরো কিছু প্রশ্ন আছে, আমি পরবর্তী আলোচনায় সেগুলো তুলে ধরব ইনশাল্লাহ্। আজ তাহলে উঠি, 'আস্সালামু আলাইকুম।'

"ওয়ালাইকুমুস সাল্লাম।"

# চতুর্থ পাঠ

## খোদা এক

"কি দেখতে পাচ্ছেন?" তিনটি আঙ্গুল উচুঁ করে ধরে আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি তিনটি আঙ্গুল দেখতে পাচ্ছি," আহমেদ কি বলতে চাচ্ছে তা অনুমান করতে পেরে হামিদ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন।

"হামিদ ভাই, আপনার ধারণা কি? খোদা কি একজন নাকি তিনজন?" আহমেদ জানতে চাইলেন।

"আপনি হয়ত নিশ্চিত ভাবে জানেন না, আমি কিভাবে খোদাকে বিশ্বাস করি।" হামিদ উত্তর দিলেন। "আমি একমাত্র সত্য খোদাকে বিশ্বাস করি, যিনি এই পৃথিবী ও আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র বিরাজমান। আমার বিশ্বাসের ভিত্তি হল কিতাবুল মোকাদ্দস যা একমাত্র সত্য খোদার কালাম। পবিত্র কিতাবের শিক্ষানুসারে আমি বিশ্বাস করি যে খোদা মাত্র একজন।"

"কিন্তু খোদা একই সাথে একবার তিনজন আবার একজন হতে পারেন না," আহমেদ দৃঢ়তার সাথে বললেন। আবার তিনটি আঙ্গুল উচুঁ করে ধরে বলল, "এক যোগ এক যোগ এক সমান তিন এবং তা এক নয়।"

"আহমেদ ভাই, আপনি ক'জন?" হামিদ জানতে চাইলেন। "আপনি কি একজন নাকি দুইজন?"

"অবশ্যই একজন।" আহমেদ উত্তর দিলেন।

"মাবুদ খোদা আপনাকে দেহ ও রূহ্ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন," হামিদ বললেন। "এই যে আপনার শরীরটা, এটাকে আপনি কি আহমেদ বলবেন না?"

"হ্যাঁ অবশ্যই আমার শরীরটা আহমেদ।"

"তাহলে আপনার রূহ্ কি? সেটা কি আহমেদ?" হামিদ জিজ্ঞাসা করলেন।

হামিদ কি বলতে চাচ্ছে সেকথা বুঝতে পেরে আহমেদ উত্তর দিলেন, "আমি তো মনে করি তাই।"

হামিদ বলতে লাগলেন, "মাবুদ খোদা যখন আমাদেরকে দু'য়ের মধ্যে এক করে সৃষ্টি করেছেন তাহলে খোদার পক্ষে তিনের মধ্যে এক হওয়া অসম্ভব হবে কেন? একটু চুপ করে থেকে হামিদ আবার বলতে লাগলেন, "আমরা বলতে পারি যে, খোদার মিশ্র একতা সত্বেও তিনি নিজেকে তিনটি সত্ত্বায় প্রকাশ করেছেন। আচ্ছা আহমেদ ভাই, এক গুণ এক গুণ এক সমান কত?"

'এক'। আহমেদ শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন। "কিন্তু মরিয়ম তনয় ঈসা তো কেবল একজন মানুষ, তিনি তো ইব্‌নুল্লাহ্ নন।" হামিদের উত্তর শোনার জন্য আহমেদ কৌতূহলী দৃষ্টিতে হামিদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "হামিদ ভাই, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মসীহ্ খোদার পুত্র?"

"আমার বিশ্বাস সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?" হামিদ জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই," আহমেদ বললেন। "তবে আমার মনে হয় আপনি বিশ্বাস করেন যে মাবুদ খোদার সাথে বিবি মরিয়মের দৈহিক সম্পর্ক ছিল এবং তাদের সন্তান ছিল।"

"আস্তাগফিরুল্লাহ!" (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন)। হামিদ বিস্মিত হলেন। "আমি সেরকম কিছু মোটেও বিশ্বাস করি না এবং আমার জানা নেই যে কোন মসীহী উম্মতও একথা বিশ্বাস করেন কিনা।"

আহমেদ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আপনি কি বিশ্বাস করেন?"

"আমি বিশ্বাস করি মাবুদ খোদা অনন্ত অসীম এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টির আগেও তাঁর অস্তিত্ব ছিল," হামিদ বলতে লাগলেন। "সুখবর আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে মসীহ্ কে ছিলেন? এই পৃথিবীতে জন্মের পর থেকে তাঁর পরিচয় আরম্ভ হয়নি কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাঁর অস্তিত্ব বা পরিচয় শুরু হয়েছিল।" খোদার কালাম ইঞ্জিল শরীফে লেখা আছে;

*'প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম খোদার সঙ্গে ছিলেন এবং কালাম নিজেই খোদা ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি খোদার সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। আর যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছিল সেইগুলির মধ্যে কোন কিছুই তাঁহাকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের নূর।' (ইউহোন্না ১:১-৪)*

"মাবুদ তাঁর কালাম দ্বারা এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, কি করেননি আহমেদ ভাই?"

"হ্যাঁ তিনি করেছেন। মাবুদ খোদা শুধু বলেছেন 'হও' (কুন ফাইয়া কুন) অমনি তা হয়ে গেছে," আহমেদ উত্তর দিলেন।

"তাহলে মাবুদ খোদা তাঁর মুখের কথায় দুনিয়া সৃষ্টি করলেন," হামিদ বললেন। "যে কথা মাবুদ খোদার মুখ থেকে নির্গত হয়েছে, তা খোদার নিজেরই একটি অংশ যা ছিল সৃষ্টি শক্তি এবং অন্যান্য গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। খোদার কালামের মধ্যে জীবন ছিল এবং যেখানেই মাবুদের কালাম প্রকাশিত হয়েছে সেখানেই বিভিন্ন আকৃতিতে জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

"হ্যাঁ আমি আপনার এ কথার সাথে একমত। কিন্তু 'কালাম নিজেই খোদা ছিলেন' এ কথার অর্থ কি?" আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন।

"আদালতে আমার যদি বিচার হত তাহলে আমার 'কথা' থেকে আমাকে আলাদা করা যেত না," হামিদ বললেন। "আমার মুখের কথা এখানে আমার প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তা আমারই একটা অংশ। আমরা যদি এখানে বসে কথা বলি তাহলে আমাদের মুখের কথা আমাদের একটি অংশ হয়। তাহলে আমরা আমাদের মুখের কথা দিয়ে আমাদের নিজেদেরকে তুলে ধরি। মাবুদ খোদা যখন এই দুনিয়া সৃষ্টি করেন তখন তিনি যে কালাম বা কথা ব্যবহার করেন তা তাঁরই সাথে ছিল। আমরা খোদাকে তাঁর কথা থেকে আলাদা করতে পারি না। খোদার চিরন্তন কালাম যা তাঁর নিজের সাথে যুক্ত এবং সমস্ত ধরণের গুণাবলীতে পূর্ণ, সেই কালাম বিবি মরিয়মের পুত্র খোদাবন্দ ঈসা মসীহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।" পাক কিতাবে লেখা আছে;

*'সেই কালামই মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করিলেন। পিতা-খোদার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁহার যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখিয়াছি। তিনি রহমত আর সত্যে পূর্ণ।' (ইউহোন্না ১:১৪)*

"মাবুদ খোদা নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন তার সমস্ত গুণাবলী মসীহের জীবনে প্রকাশিত হয়েছে। খোদা পবিত্র। মানুষ যখন দেখতে চাইল মসীহ্ কতখানি পবিত্র, তখন তারা খোদার পবিত্রতা মসীহের মধ্যে দেখতে পেল। খোদা নিজেই মহব্বত। যখন তারা দেখতে চাইল মসীহ্ কতখানি মানুষকে মহব্বত করেন তখন তারা তাঁর মধ্যে খোদায়ী মহব্বত দেখতে পেল। মাবুদ খোদা সমস্ত কিছু করতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

মানুষ যখন দেখল যে, মসীহ্ কিভাবে পানির উপর দিয়ে হেঁটেছেন, সমুদ্রকে ধমক দিয়েছেন, ঝড় থামিয়েছেন, পাঁচখন্ড রুটি আর দু'টি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছেন, অন্ধকে চক্ষু দিয়েছেন এবং মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন; মানুষ এসব দেখে বুঝতে পারল যে, খোদার শক্তি ও পরাক্রম ঈসা মসীহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।"

"কিন্তু সর্বশক্তিমান খোদা যিনি সর্বত্র বিরাজমান তিনি কিভাবে একজন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারেন?" আহমেদ জানতে চাইলেন। তাহলে খোদা মসীহ্রূপে থাকার সময় কি এই পৃথিবীকে ভুলে ছিলেন?"

'মনে করুন আমরা একটা সীমাহীন সমুদ্র থেকে এক গ্লাস পানি তুলে আনলাম। এখন আমরা যদি এই পানি নিয়ে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব, গ্লাসের পানির মধ্যে সমুদ্রের পানির সব গুণাবলীই উপস্থিত আছে। অর্থাৎ গ্লাসের পানি আর সমুদ্রের পানির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একই সত্য মসীহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনন্ত অসীম সর্বশক্তিমান খোদা সর্বত্র বিদ্যমান। একই সময়ে তিনি তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও ক্ষমতাসহ মসীহের মধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু মসীহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন বলে তিনি সীমাবদ্ধ হননি। তিনি এখনও অনন্ত অসীম।"

"কিন্তু খোদা কখনও একজন মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারেন না।" আহমেদ বললেন।

"আমরা কিভাবে খোদার অসীমতা নিরূপণ করতে পারি? আমরা কিভাবে বলতে পারি খোদা মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারেন না? তিনি কি সবকিছু করতে পারেন না?" হামিদ জানতে চাইলেন।

"অবশ্যই তিনি সবকিছু করতে পারেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তিনি একজন মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবেন!" আহমেদ উত্তর দিলেন।

"একথা তো ঠিক যে এই সমস্যা আমাদের কিন্তু খোদার নয়, যিনি তাঁর ইচ্ছামত সবকিছু করতে পারেন," হামিদ বললেন। "খোদা একটি জ্বলন্ত ঝোঁপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে হযরত মূসার সাথে কথা বলেছিলেন। আপনি যদি এই ঘটনা আগে থেকে না জানতেন তাহলে কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি তাকে কি বলতেন?"

আহমেদ এক মূহুর্ত চিন্তা করলেন এবং একথা উপলব্ধি করে নিজে নিজে হাসতে লাগলেন যে, মাবুদ খোদার একজন মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার চাইতে একটি ঝোঁপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করা আরো বেশী কঠিন কাজ।

"আহমেদ ভাই, আপনি একটু চিন্তা করুন যে, কে সেই ব্যক্তি যাকে প্রকৃতপক্ষেই 'খোদার কালাম' এবং 'খোদার রূহ্' বলা হয়েছে (কালিমাতুল্লাহ ওয়া রূহুল্লুল্লাহ)? তাছাড়া খোদার রূহ্ খোদার সাথেই একীভূত। আমরা জানি যে খোদার রূহ্ কুমারী মরিয়মকে আবৃত করেছিলেন। যার ফলে তিনি গর্ভবতী হয়ে মসীহের জন্ম দেন। ফেরেস্তা জিব্‌রাইল তাকে বললেন;

*"পাক রূহ্ তোমার উপর আসিবেন এবং খোদা তায়ালার শক্তির ছায়া তোমার উপর পড়িবে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে ইব্‌নুল্লাহ্ বলা হইবে।" (লূক ১:৩৫)*

এখন প্রশ্ন হল এই যে, তিনি কে যিনি এভাবে পৃথিবীতে এসেছিলেন? আচ্ছা আহমেদ ভাই, আপনি যদি মসীহের সময়ে একজন ডাক্তার থাকতেন আর আপনাকে যদি মসীহের জন্মের সার্টিফিকেট লিখতে হতো। তাহলে আপনি কি লিখতেন? তাঁর নাম কি?

আমি মনে করি যে আমি লিখতাম তাঁর নাম ঈসা, বিবি মরিয়মের পুত্র এবং তাঁর মায়ের নাম কুমারী মরিয়ম।

"এবার তাহলে তাঁর বাবার নাম দেখা যাক।" হাসিমুখে হামিদ বললেন।

"তার তো কোন বাবা ছিল না।" আহমেদ বেশ জোরে হেসে উত্তর দিলেন।

"আমরা আপততঃ এই আলোচনাটি উহ্য রাখি কারণ তাঁর কোন জাগতিক বাবা ছিল না," হামিদ বললেন। "আমরা নিজেকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, তিনি কোথা থেকে এলেন যাকে খোদার কালাম এবং খোদার রূহ্ বলা হয়, তাঁর উৎস কোথায় যিনি বেহেস্ত হতে নেমে এসেছিলেন? তাঁর পরিচয় কি? তিনি বলেন;

*বেহেস্ত হইতে নামিয়া আসিয়া, যিনি মানুষকে জীবন দেন, তিনি খোদার দেওয়া রুটি। আমি সেই জীবন রুটি। যে আমার নিকটে আসে তাঁহার কখনও ক্ষুধা পাইবে না। যে আমার উপরে ঈমান আনে তাঁহার আর কখনও পিপাসাও পাইবে না।" (ইউহোন্না ৬:৩৩-৩৫)*

*"আমিই সেই জীবন্ত রুটি যাহা বেহেস্ত হইতে নামিয়া আসিয়াছে। এই রুটি যে খাইবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাইবে। আমার দেহই সেই রুটি। মানুষ যেন জীবন পায় সেইজন্য আমি আমার এই দেহ দিব।" (ইউহোন্না ৬:৫১)*

"তিনি তাঁর দেহ সকল মানুষের জন্য কুরবাণী করতে এসেছেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য যিনি রুটি খান তিনি তার দৈহিক জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু যিনি খোদার দেওয়া রুটি ভক্ষণ করেন যা বেহেস্ত হতে আসে তিনি রূহানিক জীবন বা অনন্ত জীবন রক্ষা করেন। যিনি মসীহের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করেন তার খোদাকে জানার তৃষ্ণা এবং আন্তরিক ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এটি এমন একটি বিষয় যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আহমেদ ভাই, মসীহ্ হলেন আপনার জন্য খোদার দেওয়া এক উপহার।"

"আমি এখনও তা গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত নই," আহমেদ খুব শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন। "আমার মাথার মধ্যে অনেক এলোমেলো চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। এখন আমি বুঝতে পারছি আপনি যে পথে খোদাকে বিশ্বাস করেন সেই পথ সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ছিল। এখন আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি কিভাবে আপনি একমাত্র সত্য খোদাকে বিশ্বাস করেন যা মসীহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আমি মসীহ্কে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। কিন্তু এখনও আমার অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর আমাকে পেতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ হবে। আজকে তাহলে এখানেই শেষ করি।"

"আমি সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকব আহমেদ ভাই। মাবুদ খোদা আপনাকে হেফাজত করুন এবং তাঁর অনন্ত রহমতের মধ্যে এগিয়ে আসতে সাহায্য করুন।"

# পঞ্চম পাঠ
## খোদা এবং মানুষ

"মাবুদ খোদাকে লাখ লাখ শুকরিয়া যে আবার আমরা আলোচনায় বসতে পেরেছি। গত সপ্তাহের আলোচনা নিয়ে আমি রাতদিন চিন্তা করেছি," আহমেদ বললেন। "প্রথমে আপনি বলেছিলেন যে বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা একজন মানুষ। তারপর আপনি বলেছিলেন যে, মাবুদ খোদা নিজেকে তাঁর মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন। আমি এখন জানতে চাই আসলেই তিনি কে? একথা কি সত্য নয় যে আপনারা মসীহ্‌কে খোদার পুত্র বানিয়েছেন অথচ তিনি বিবি মরিয়মের পুত্র ছাড়া আর কিছু নন?"

"আহমেদ ভাই, আপনার প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই রয়েছে খোদার দেওয়া অনন্ত জীবনের মূল কথা, যা ইহকাল ও পরকালের জন্য প্রযোজ্য। আমরা যদি কোন মানুষকে খোদার সাথে তুলনা করি তা হবে "শেরেকী গুনাহ্" (খোদার সাথে কাউকে তুলনা করা)। কিন্তু কিতাব সাক্ষ্য দেয় যে, মাবুদ খোদা নিজেকে একজন মানুষের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন আর কোন ভাবে নন। আমরা দু'জনেই একমত যে মসীহ্ মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবীদের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি হলেন হযরত ইব্রাহিমের পুত্র, হযরত দাউদের পুত্র এবং বিবি মরিয়মের পুত্র। কিন্তু মসীহের জন্মের বহু বৎসর পূর্বে তাঁর সম্পর্কে ভাববাণী করা হয়েছিল যে তিনি মসীহ্‌রূপে আমাদের মধ্যে আসবেন।"

"আপনি কি একথা বলতে চাচ্ছেন যে মসীহের জন্মের পূর্বেই নবী এবং রসুলরা ঘোষণা করেছিলেন যে মাবুদ খোদা মসীহের মধ্যে প্রকাশিত হবেন? আশ্চর্য হয়ে আহমেদ জিজ্ঞাসা করলেন।

"কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রধান বিষয়ই হলেন মসীহ্। এখানে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ মসীহের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার সত্য ঘটনা নবীদের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন।" হামিদ উত্তর দিলেন।

"বিষয়টি একটু খুলে বলবেন কি? আহমেদ বিনীত ভাবে বললেন।

হামিদ কিছু বলার আগে এক মূহুর্ত চিন্তা করলেন তারপর বলতে লাগলেন, "মসীহের জন্মের প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে নবী মীখার কাছে মাবুদ খোদা বলেছিলেন যে মসীহ্ বেথেলহেম্ শহরে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি আরও প্রকাশ করেছিলেন যে, যিনি জন্মগ্রহণ করবেন তাঁর অস্তিত্ব জন্মের অনেক পূর্বে থেকেই পরিলক্ষিত হয়;

*"আর তুমি হে বেথেলহেম্- ইফ্রাথা, তুমি এহুদার হাজারগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া হিসাবের বাইরে, তোমা হইতে ইসরাইলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি পয়দা হইবেন; পূর্ববর্তীকাল হইতে, অনন্তকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি।"*

*(মীখা ৫:২)*

"মসীহ্ ভাববাণী অনুসারে বেথেলহেম শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেমন সুখবরে লিখিত আছে;

*"ইউসুফ ছিলেন রাজা দাউদের বংশের লোক। রাজা দাউদের জন্মস্থান ছিল এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহাম গ্রামে। তাই ইউসুফ নাম লিখাইবার জন্য গালীল প্রদেশের নাসারত গ্রাম হইতে বেথেলহেম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও তাঁহার সঙ্গে সেখানে গেলেন। ইহারই সঙ্গে ইউসুফের বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হইয়াছিল। সেই সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বেথেলহেমে থাকিতেই তাঁহার সন্তান জন্মের সময় উপস্থিত হইল, আর তাঁহার প্রথম ছেলের জন্ম হইল।" (লূক ২:৪-৭)*

"তাহলে প্রশ্ন হল তিনি কে যিনি জন্মের আগে থেকেই এই জগতে আছেন? আমরা দেখি ইহুদী নেতাদের সাথে কথা বলার সময় তিনি কি বলেছিলেন;

*"আপনাদের পিতা ইব্রাহিম আমারই দিন দেখিবার আশায় আনন্দ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা দেখিয়াছিলেন আর আনন্দিতও হইয়াছিলেন। ইহুদী নেতারা ঈসাকে বলিলেন, তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, আর তুমি কি ইব্রাহিমকে দেখিয়াছ! ঈসা তাঁহাদের বলিলেন, আমি আপনাদের সত্যই বলিতেছি, ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করিবার আগে হইতেই আমি আছি।" (ইউহোন্না ৮:৫৬-৫৮)*

"আমরা জানি হযরত ইব্রাহিম মসীহের জন্মের প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে বাস করতেন এবং মসীহের নিজের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি তাঁর জন্মের আগে থেকেই ছিলেন। কিন্তু কোথায় নবীরা বলেছেন যে খোদা মসীহের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবেন?"

"অনেক স্থানেই সে কথা লেখা আছে," হামিদ বললেন। "নবী ইশায়া বলেছেন একজন সেই স্থান থেকে আসবেন যেখানে বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা বেড়ে উঠেছেন। তিনি একটি অনন্তকালীন রাজ্য স্থাপন করবেন যে রাজ্য হবে খোদায়ী শান্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি হবেন রাজা দাউদের পুত্র এবং চিরকাল রাজ্য শাসন করবেন। মসীহের বৈশিষ্ট্য *কেমন হবে তা একজন নবী বিভিন্ন নামের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন;*

*"কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে; আর তাঁহারই কাঁধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে এবং তাঁহার নাম হইবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, বিক্রমশালী খোদা, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ্। দাউদের*

*সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবেনা, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ইন্‌সাফে ও দীনদারী সহকারে, এখন হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত।"* *(ইশায়া ৯:৬-৭)*

"আমরা জানি কোন কোন বিশেষ মানুষের নাম খোদা তায়ালা নিজেই দিয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তির চরিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। তাহলে তিনি কে যার নাম আশ্চর্য পরামর্শদাতা, বিক্রমশালী খোদা, চিরস্থায়ী পিতা এবং শান্তির বাদশাহ্?"

"মসীহের জন্মের আগে যুগ যুগ ধরে নবীরা মসীহের যে ছবি অঙ্কিত করেছেন এখন তা আমার কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু হামিদ ভাই, একথা কি বলা যায় যে খোদা তাঁরই সৃষ্ট দুনিয়াতে নেমে আসবেন?"

"হযরত ইয়াহিয়া নামে একজন নবী (হযরত জাকারিয়ার পুত্র) মসীহের সময়ে বাস করতেন। তাকে খোদা মসীহের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করতে পাঠিয়েছিলেন, যেন লোকেরা মন ফিরায় এবং খোদার উপর ঈমান আনে। যখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কে এবং কেন তাঁকে খোদা পাঠিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে নবী ইশায়া'র একটি কথা উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন; যেখানে লেখা আছে;

*"একজনের রব সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রান্তরে মাবুদের রাস্তা প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের খোদার জন্য রাজপথ সরল কর। প্রত্যেক উপত্যকা উচ্চীকৃত হইবে, প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিম্ন করা যাইবে; বক্রস্থান সরল হইবে, অসমতল ভূমি সমতল হইবে; আর মাবুদের প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, আর সমস্ত মর্ত্য একসঙ্গে তাহা দেখিবে"* *(ইশায়া ৪০:৩-৫)*

"নবী ইশায়ার উদ্ধৃতি থেকে মসীহের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তা হল একজন রাজার চিত্র। মানুষেরা তাঁর জন্য সুশোভিত রাস্তা প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু কে সেই মহান রাজা?"

"নবীর কথা অনুসারে তিনি হচ্ছেন আমাদের মাবুদ খোদা।" আহমেদ শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন।

"চিত্রটি আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে, যখন আমরা কিতাবের আরেকটি অংশ পাঠ করব। পাক কিতাবে লেখা আছে;

*'হে সিয়োনের কাছে সুখবর প্রচারকারিণী! উচ্চ পবর্তে আরোহণ কর; হে জেরুজালেমের কাছে সুখবর প্রচারকারিণী! সবলে উচ্চৈঃস্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় করিও না; যিহুদার নগর সকলকে বল, দেখ, তোমাদের খোদা। দেখ, মাবুদ*

*সপরাক্রমে আসিতেছেন, তাঁহার বাহু তাঁহার জন্যে কর্তৃত্ব করে; দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার (দাতব্য) পুরস্কার আছে। তিনি মেষ পালকের ন্যায় আপন পাল চরাইবেন, তিনি শাবকদিগকে বাহুতে সংগ্রহ করিবেন, এবং কোলে করিয়া বহণ করিবেন; দুগ্ধবতী সকলকে তিনি ধীরে ধীরে চালাইবেন।"* (ইশায়া ৪০:৯-১১)

মসীহ্ সমস্ত বিশ্বাসীদের পালকরূপে এসেছিলেন। তিনি বলেন;

*"আমিই ভাল রাখাল। ভাল রাখাল তাহার ভেড়ার জন্য নিজের প্রাণ দেয়।"*

(ইউহোন্না ১০:১১)

"কিন্তু আহমেদ ভাই, নবীদের কথা অনুসারে তিনি কে যিনি মেষপালকরূপে আসবেন?"

"আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তিনি খোদা নিজেই।" আহমেদ উত্তর দিলেন। নবীদের কথা তার অন্তরকে নাড়া দিল।

হামিদ বলতে লাগলেন, "আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন আহমেদ ভাই যে, মসীহের সম্পর্কে করা সমস্ত ভাববাণী হযরত ঈসার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যিনি বিবি মরিয়মের পুত্র। মসীহের জন্মের আগে জিব্‌রাইল ফেরেস্তা হযরত জাকারিয়ার কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন যে তার একটি ছেলে হবে এবং তার কি দায়িত্ব হবে তাও ফেরেস্তা তাকে জানিয়েছিলেন। জিব্‌রাইল ফেরেস্তা বললেন;

*"...মায়ের গর্ভে থাকিতেই সে পাকরূহে পূর্ণ হইবে। ইসরায়েলীয়দের অনেককেই সে, প্রভু, যিনি তাহাদের খোদা, তাঁহার নিকটে ফিরাইয়া আনিবে। নবী ইলিয়াসের মত মনোভাব ও শক্তি লইয়া সে প্রভুর আগে আসিবে। সে পিতার মন সন্তানের দিকে ফিরাইবে এবং অবাধ্য লোকদের মনের ভাব বদলাইয়া খোদা-ভক্ত লোকদের মনের ভাবের মত করিবে। প্রভুর জন্যে এই ভাবে সে লোকদের সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিবে।"* (লূক ১:১৫-১৭)

"আহমেদ ভাই, সুখবর অনুসারে তিনি কে যার আগে হযরত ইয়াহিয়াকে পাঠানো হয়েছিল?"

"তিনি মাবুদ খোদা," আহমেদ উত্তর দিলেন।

"হযরত ইয়াহিয়ার যখন জন্ম হয় তখন হযরত জাকারিয়া তার উদ্দেশ্যে ভাববাণী করেছিলেন;

*"সন্তান আমার! তোমাকে খোদাতা'লার নবী বলা যাইবে, কারণ তুমি তাঁহার পথ ঠিক করিবার জন্যে তাঁহার আগে আগে চলিবে। তুমি তাঁহার লোকদের চালাইবে,*

*কিভাবে আমাদের খোদার রহমের দরুন পাপের ক্ষমা পাইয়া পাপ হইতে নাজাত পাওয়া যায়। তাঁহার রহমে বেহেস্ত হইতে এক উঠন্ত সূর্য আমাদের উপর নামিয়া আসিবেন।"* *(লূক ১:৭৬-৭৮)*

"এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আহমেদ ভাই, নবী ইশায়ার কথা অনুসারে ফেরেস্তা জিব্‌রাইল এবং ইয়াহিয়ার পিতা জাকারিয়া যার সাক্ষাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি স্বয়ং মাবুদ খোদা?"

"হ্যাঁ, এখন আমি বুঝতে পারছি এবং নিশ্চিত যে মসীহের মাধ্যমে সমস্ত কিছু সিদ্ধ হয়েছিল।" আহমেদ দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন।

"আপনার কথা ঠিক," হামিদ বললেন। "বেথেলহেম শহরে, দাউদের নগরে যখন কুমারী মরিয়মের গর্ভে মসীহের জন্ম হয়, এই সংবাদ ফেরেস্তারা মাঠে রাখালদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন;

*"ভয় করিও না, কারণ আমি তোমাদের নিকটে খুব আনন্দের খবর আনিয়াছি। এই আনন্দ সমস্ত লোকেরই জন্য । আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের উদ্ধারকর্তা জন্মিয়াছেন। তিনিই মসীহ্, তিনিই প্রভু।"* *(লূক ২:১০-১১)*

'মসীহ্ নিজেই প্রভু'- একথা নিশ্চিতভাবে সুখবরে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন;

*"আমি আর পিতা এক।"* *(ইউহোন্না ১০:৩০)*

"বিবি মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহের প্রতি ইতিমধ্যে আমার ভালবাসা জন্মে গেছে," আহমেদ বললেন। "কিন্তু প্রথমবারের মত আমি মসীহের পূর্ণচিত্র দেখতে পাচ্ছি যে তিনি কে এবং কেন তিনি এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? হামিদ ভাই, আমি আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ যে সময় করে সবকিছু আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছেন।"

"মসীহ্ যিনি মৃত্যুর উপর জয়ী হয়েছেন এবং মৃত মানুষকে জীবন দিয়েছেন তিনি এই কথা বলেন;

*"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর ঈমান আনে, সে মরিলেও জীবিত হইবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর ঈমান আনিয়াছে, সে কখনও মরিবে না।"* (ইউহোন্না ১১:২৫-২৬)

"আহমেদ ভাই, ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে মাবুদ খোদার দেওয়া উপহার আপনি কি গ্রহণ করতে চান?"

"হ্যাঁ, আমি অনুভব করছি যে তিনি এখন আমার হৃদয়-দুয়ারে দাঁড়িয়ে আঘাত করছেন," কান্না ভেজা চোখে আহমেদ উত্তর দিলেন। "আমি কিভাবে খোদার দেওয়া উপহার গ্রহণ করব?"

"এটি কঠিন নয়," হামিদ বললেন, "আপনি নিজের ভাষায় খোদার কাছে মুনাজাত করুন, সমস্ত কিছু তাঁর কাছে স্বীকার করুন। মাবুদ আমাদের সমস্ত কিছু জানেন। মসীহের কুরবাণীর মাধ্যমে দেওয়া ক্ষমা গ্রহণ করুন। আপনি মুনাজাত করুন যেন তিনি রূহানিক ভাবে আপনার জীবনে আসেন এবং উত্তম সাহাবীরূপে পথ চলতে আপনাকে শক্তি দেন। মসীহের নামে এই মুনাজাত করুন। তিনি খোদার এবং আপনার মধ্যস্থ হবেন। আপনি যখন নিজেকে খোদার হাতে তুলে দিয়েছেন তখন আপনি আপনার জীবনে আশ্চর্য কাজ দেখতে পাবেন। কিতাব অনুসারে আপনি এখন নতুন জন্ম পাওয়া ব্যক্তি। আপনি মসীহের মধ্য দিয়ে খোদার সাথে নতুন সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং মাবুদ খোদা এখন আপনার পিতা এবং আপনি তাঁর সন্তান। যারা মসীহ্‌কে গ্রহণ করেন তাদের সম্পর্কে কিতাবে এই কথা লেখা আছে;

*"তবে যত জন তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল, তাহাদের প্রত্যেককে তিনি খোদার সন্তান হইবার অধিকার দিলেন।" (ইউহোন্না ১:১২)*

মুনাজাত শেষে হামিদ বেশ জোরে হেসে আহমেদকে বললেন, "মসীহের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে মাবুদ খোদা আপনাকে পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন দান করেছেন। খোদার পরিবারে স্বাগতম, মসীহেতে এখন আমরা ভাই।"

"আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মত ভাষা আমার নেই।" খুব আনন্দের সঙ্গে আহমেদ উত্তর দিলেন।"

"না না, ধন্যবাদ আমাকে নয়, খোদাকে প্রতিদিন ধন্যবাদ দিবেন। কারণ তিনি আপনাকে তাঁর রহমতের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এখন থেকে অন্যান্য ঈমানদারের সাথে সহভাগীতা রক্ষা করুন। আপনি মসীহের শেখানো মুনাজাত করতে পারেন যা তিনি তাঁর সাহাবীদের শিখিয়েছিলেন;

*"আমাদের বেহেস্তী পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক। তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেস্তে, তেমনই দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক। যে খাবার আমাদের দরকার তাহা আজ আমাদের দাও। যাহারা আমাদের উপর অন্যায় করে আমরা যেমন তাহাদের ক্ষমা করিয়াছি, তেমনই তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা কর। শয়তানের পরীক্ষায় আমাদের পড়িতে দিও না, বরং তাহার হাত হইতে রক্ষা কর। কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই, আমিন। (মথি ৬:৯-১৩)*